(পাঠ্যোপকরণ)

বৈষ্ণব পদাবলী/বি.এন.জি.-এ -সি.সি.-২

মডিউল- ০১

প্রস্তুতকারী : - ড. দোলা দেবনাথ

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম : চন্ডীদাস

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।
কানের ভিতর দিয়া   মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ।।
না জানি কতেক মধু   শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।
জপিতে জপিতে   নামঅবশ করিল গো
কেমনে পাইব সখি তারে ।।
নাম- পরতাপে যার   ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।
যেখানে বসতি তার   নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী- ধরম কৈছে রয় ।।
পাসরিতে করি মনে   পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায় ।
কহে দ্বিজ চন্ডীদাসে   কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ।।

শব্দার্থ ও টীকা : - সই - সখী , কেবা - কোনজন , শুনাইল - শোনাল ,শ্যাম - কৃষ্ণ , মরমে - মর্মে , পশিল - প্রবেশ করল , আকুল - উদ্বেগপূর্ণ ,বদন - মুখ , জপিতে - জপ করতে , অবশ - যা বশে থাকে না ,পরতাপে - প্রতাপে , ঐছন - এইরূপ , অঙ্গের - শরীরের , পরশে - ছোঁয়ায় , বসতি - আবাসস্থল , থরম - ধর্ম ,পাসরিতে - ভুলে যেতে , পাসরা - ভোলা , কুলবতী - কুল বা বংশের নারী , যাচায় - পরখ করে ।

সাধারণ তথ্য :-

ক) আলোচ্য পদটি দ্বিজ চন্ডীদাসের লেখা **পূর্বরাগ** পর্যায়ের পদ ।

খ) বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী পূর্বরাগ হল পূর্বের রাগ বা প্রেম ।উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে পূর্বরাগের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

‘রতির্ষা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা
তয়োরুন্মিলতী প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ।’ -

মিলনের পূর্বে সাক্ষাৎ দর্শন , চিত্রপটে দর্শন ,স্বপ্নদর্শন , বংশীধ্বনি শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা নায়ক নায়িকার হৃদয়ে যে রাগ জন্মায় তাকে বলা হয় পূর্বরাগ ।

গ) বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণকে ´সাক্ষাৎ দর্শন করে , চিত্রপটে দর্শন বা তাঁর নাম শ্রবণ করে রাধার মনে যে মুগ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই ব্যাকুলতা বা চঞ্চলতাকে অবলম্বন করে যে সব পদ রচনা করা হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় **পূর্বরাগ** পর্যায়ের পদ ।

সরলার্থ বা আলোচনাধর্মী গদ্যরূপ :- কৃষ্ণের নাম শুনে রাধার হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছে । সেই নামই জপ করে চলেছে রাধা । কৃষ্ণের দেহসান্নিধ্য লাভের আশায় অধীর ।রাধা নিজেকেই প্রশ্ন করেছে যে , যদি নাম শুনে তার এমন অবস্থা হয়, তাহলে অঙ্গের পরশ লাভ করলে সে কতখানি আনন্দ লাভ করবে । চোখে যদি তাকে দেখার সুযোগ পায় তাহলে তার যুবতী ধর্ম সার্থকতা লাভ করবে । কখনো কখনো এই অস্থিরতা থেকে বাঁচার জন্য কৃষ্ণ নামকে মন একে সরানোর চেষ্টা করছে কিন্তু তাও সম্ভব হচ্ছে না ।দ্বিজ চন্ডীদাস বলছে কৃষ্ণও যেন কুলবতী নারীর কুলধর্ম নাশ করে আপনার যৌবনের আকর্ষণ শক্তি যাচাই করে নিতে চান ।

কাব্যসৌন্দর্য : - বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুযায়ী পূর্বরাগ হল পূর্বের রাগ বা প্রেম ।উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্বরাগের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন -

'রতির্ষা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা
তয়োরুন্মিলতী প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ।' -

অর্থাৎ মিলনের পূর্বে সাক্ষাৎ দর্শন , চিত্রপটে দর্শন ,স্বপ্নদর্শন , বংশীধ্বনি শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা নায়ক নায়িকার হৃদয়ে যে রাগ জন্মায় তাকে বলা হয় পূর্বরাগ ।আলোচ্য পূর্বরাগের পদটিতে রাধার আত্মনিবেদনের প্রাথমিক স্তরটি লক্ষ্য করা গেছে ।এক্ষেত্রে শ্যামনাম শ্রবণের ফলে রাধা বিহ্বলা,আত্মহারা । তাঁর প্রাণমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে । নাম শুনেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে কৃষ্ণকে চাক্ষুষ দেখলে রাধা আর তাঁর যুবতীধর্ম রক্ষা করতে পারবেন না ।

আসলে রাধার হৃদয়ে যে গভীর কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়েছে -তা -ই এখানে ব্যক্ত হয়েছে আনন্দ-উদ্বেগ ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে ।ভাষার সঙ্গে ভাবের অপূর্ব মেলবন্ধনে , ছন্দের অপূর্ব ব্যবহারে এবং অলঙ্কারের অনবদ্য বিন্যাসে পদটির আঙ্গিক আনুপম ।

সহজ সরল ভাষায় চন্ডীদাস এখানে নামতন্ময়া রাধার অপূর্ব রসপূর্ণ মূর্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন । চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি হওয়া সত্ত্বেও আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছার সঙ্গে এখানে মিলেমিশে গেছে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা । অলৌকিক অপার্থিব প্রেমের প্রতিমা হয়ে উঠেছেন এখানে কুলবতী নারী রাধা ।

তাৎপর্য বিশ্লেষণ :-

(ক)
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ।।-

উ:-আলোচ্য পংক্তিগুলি চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি দ্বিজ চন্ডীদাস রচিত পদাবলী থেকে গৃহীত হয়েছে ।রাধা সখীকে বলছেন কে তাঁকে শ্যামনাম শোনালো ? যে নাম কানের ভিতর দিয়ে তাঁর মর্মে প্রবেশ করে প্রাণ-মনকে আকুল করে দিয়েছে ।
রাধার আত্মনিবেদনের প্রাথমিক স্তরটি এখানে লক্ষ্য করা গেছে ।এক্ষেত্রে শ্যামনাম শ্রবণের ফলে রাধা বিহ্বলা,আত্মহারা ।এটি স্রবণজাত পূর্বরাগের একটি উৎকৃষ্ট পদ ।

অনুশীলনী :-

ক) অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : প্রশ্নমান -১

১)'পূর্বরাগ'-শব্দের অর্থ কী ?
২)'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।'-পদটি কার লেখা কোন পর্যায়ের পদ ।
৩)রাধা কার কাছে নিজ দুঃখের কথা কার কাছে বলেছেন ?
৪)শ্যামনাম শুনে রাধার অবস্থা কেমন হয়েছিল ?
৫)শ্যামনামে কী আছে ?
৬)শ্যামনাম জপতে জপতে কী হয় ?
৭)'কহে দ্বিজ চন্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে/আপনার যৌবন যাচায় ।।'-ব্যাখা কর ।
৮)পরতাপে -শব্দের অর্থ কী ?

৯)ঐছন - শব্দের অর্থ কী ?
১০)পাসরিতে - শব্দের অর্থ কী ?

খ)তাৎপর্য বিশ্লেষণ : -প্রশ্নমান -২

১)কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো/আকুল করিল মোর প্রাণ ।

২)যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো/যুবতী- ধরম কৈছে রয় ।।

বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর:- প্রশ্নমান -৫

১)চন্ডীদাসের পূর্বরাগের পদে শ্যাম নাম শ্রবনে রাধা-হৃদয়ের ব্যাকুলতা বিশ্লেষণ করো ।

২)'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ।'- পদটির কাব্যসৌন্দর্য ব্যাখা করো ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :-

১।মধ্যযুগের কবি ও কাব্য -**শঙ্**করীপ্রসাদ বসু
২।চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি -**শ**ঙ্করীপ্রসাদ বসু
৩।বাংলা কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ - সত্যবতী গিরি
৪।বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) - কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (ত্রয়োদশ সংস্করণ)
৫।পদাবলী সাহিত্য- কালিদাস রায়
৬। বৈষ্ণব রসপ্রকাশ - ড. ক্ষুদিরাম দাস
৭।বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় - ড. জীবেন্দু রায়